26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... প্রকাশ ...

দৈনিক
ইনকিলাব

সিলেট অফিস ঃ সিলেট চালিবন্দর এলাকায় এক যুগ ধরে ভাড়াটে টিনের ঘরে সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে –ইনকিলাব

দেশের ভেষজ চিকিৎসার অন্যতম পথিকৃৎ তিব্বিয়া কলেজের অস্তিত্ব আজ বিলীন

সিলেট অফিস ঃ প্রতিটি সরকারের আমলে চরম অবহেলা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ভূমি খেকো মহলের লোলুপদৃষ্টির কারণে দেশের ভেষজ চিকিৎসা ক্ষেত্রের অন্যতম পথিকৃৎ সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের অস্তিত্ব আজ বিলীন হতে চলেছে। ১৯৪৭ সালের পর সিলেট শহরে বেওয়ারিশ সরকারী জমি ব্যক্তিস্বার্থে হাতছাড়া হলেও সরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কোন আমলা বা জনপ্রতিনিধির নেকনজর না পড়ায় এর ভাগ্য অন্ধকারে থেকে যায়।

বিশেষ করে সরকারী জমি দখল, বেদখল, অবৈধ লিজ নিয়ে সুবিধাবাদীমহল ফায়দা হাসিল করলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়েও একখণ্ড ভূমি সরকারের তরফ থেকে তিব্বিয়া কলেজের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে কেন জোটেনি তার জবাব কারো কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাত্র একখণ্ড ভূমি না পাওয়া ছিল ব্যতিক্রমধর্মী এই কলেজের জন্য বিগত অর্ধশতাব্দীর সবচেয়ে ব্যথাভরা নির্মম ইতিহাস। আর সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে আরেকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উচিত মূল্যে জমি কিনেও মূল্য পরিশোধে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রতার জন্য এক যুগ আগে জমি পেলেও তা এখন হারাতে বসেছে ওই প্রতিষ্ঠানটি। শুধু তাই নয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারী কাজকর্মের নিয়মমাফিক ঢিমেতেতালা গতির কারণে জমির টাকা পরিশোধে বিলম্ব হওয়ায় এখন সুদ চাপিয়ে দিয়ে এমন এক প্যাঁচাকল তৈরী করা হয়েছে যার জন্য প্রস্তাবিত জমি হাতছাড়া করে প্রতিষ্ঠানটিকে এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালে শহরের চৌহাট্টা জিন্দাবাজারে (পরবর্তীতে আশির দশকে যা মূল্যবান বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে পরিণত হয়) ভাড়াটে ভবনে তিব্বিয়া কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ভূমি আইন ও ভূমি খেকো মহলের জোরালো তৎপরতার জন্য এই স্থান কলেজ কর্তৃপক্ষকে ত্যাগ করতে হয়। এখানেই ছিল ভেষজ চিকিৎসার একটি ডিসপেনসারী। কিন্তু গত ৫/৬ বছরে এটিও এখান থেকে কোন ফাঁকে উঠে গেছে তা কেউ বলতে পারে না।

ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ঃ ১৯৮০-১৯৮৫ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রকল্পের আওতায় শাহজালাল হাউজিং এস্টেটের ডি ব্লকে চার কিস্তিতে টাকা পরিশোধের শর্তে ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকায় এক একর জমি ক্রয় করা হয়। শর্তানুযায়ী উক্ত প্রকল্পের তৎকালীন পরিচালক প্রথম কিস্তির ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সচিব অনুকূলে জায়গার দলিল সম্পাদন করেন। পরবর্তী তিনটি কিস্তির টাকা যথাক্রমে ৩ লাখ ৭৫ হাজার, ৩ লাখ ৭৫ হাজার ও ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ১১ লাখ ২০ হাজার টাকা কিস্তির নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ না করে ১৯৯৩ সালের ১৫ মার্চ একসাথে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু সময় মতো কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় শাহজালাল হাউজিং এস্টেট কর্তৃপক্ষ কিস্তিসমূহের টাকায় অর্পিত সুদ কর্তন করে চতুর্থ কিস্তির টাকা দাবী করে। এরই প্রেক্ষিতে একই সালের ২২ মে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষ থেকে চতুর্থ কিস্তির ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ঢাকার সেগুন বাগিচায় গৃহায়ন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবরে পাঠানো হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী উক্ত টাকা গ্রহণ না করায় চতুর্থ কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থেকে যায়। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির মেয়াদও শেষ হয়ে যায়।

শিক্ষা সংকট ঃ সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজে এমনিতে নিজস্ব ভবন নেই তার উপর আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের চলছে চরম সংকট। মান্ধাতা আমল থেকে এই কলেজে মাত্র ৪টি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে আজঅবধি ডিগ্রী কোর্স চালুর চিন্তাভাবনা কেউ করেনি। এমনকি ছাত্র ভর্তির কোটা মাত্র ১০০ জন। ফলে কোন শ্রেণীতে ২৫ জনের বেশী ছাত্র ভর্তি হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গত ২৪ বছর এই কলেজে কোন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়নি। ভারপ্রাপ্তরা চলতি দায়িত্ব পালন করে একে একে অবসরে যাচ্ছেন। ১৯৪৫ সালে একজন অধ্যক্ষ, একজন প্রভাষক, ১ জন হাকিম, ২ জন তৃতীয় ও ২ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৫১ সালে ২ জন এমবিবিএস, একজন এমএসসি (বোটানী ও কেমিস্ট্রি) শিক্ষক, ৬ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সৃষ্টপদগুলোতে প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর ৩ জন কর্মচারী ও পরবর্তীতে ২ জন ডাক্তার নিয়োগ ছাড়া কোন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। ১৯৮০-৮৫ সালে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কলেজটির উন্নয়নের জন্য অধ্যক্ষসহ ২ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৩ জন সহকারী অধ্যাপক, ১৩ জন প্রভাষক, ২ জন মেডিক্যাল অফিসারসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীসহ ২৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ৫ জন প্রভাষক ও ২৬ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়া অন্যপদে লোক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ৫ প্রভাষকের মধ্যে একজন অবসরে ও একজন ইন্তেকাল করায় শূন্যপদেও নতুন করে প্রভাষক নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে স্থান জটিলতা দূর করে কলেজ ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, ৫০ শয্যার হাসপাতাল, আউটডোর ডিসপেনসারী নির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক কর্মচারী সংকট দূর এবং কলেজটিকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তর করা না হলে চলতি শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তো দূরের কথা বর্তমানে ভেষজ শিক্ষায় যে নাম-পক্ষ নিয়ে অর্ধশতাব্দী ধরে সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজ টিকে আছে তার অস্তিত্ব অচিরে মুছে যাবে এমন আশংকাই বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে।